ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার -১৭/০৭/২০১৭ ।।

বিশালগড়ে যুব সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালা

বিশালগড়, ১৭ জুলাই ।। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে গত ১৪ জুলাই বিশালগড় ব্লকের কমলাদেবী কাজারিয়া কমিউনিটি হলে যুব সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় । কর্মশালায় বিশালগড় ব্লকের ৭টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১০৫ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে । কর্মশালার উদ্বোধন করে বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দুলন সরকার (হাজারী) বলেন, এই কর্মশালার মুখ্য উদ্দেশ্য হল ছাত্র-ছাত্রীদের পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি সুস্থ-সমাজ ও পরিবেশ গঠনে এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবা মূলক মনোভাব গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ । প্রকৃত মানুষ হতে হলে ছাত্র- অবস্থায় নিজেদের মধ্যে সেবা মূলক মনোভাব তৈরী করতে হবে । কর্মশালায় স্বাগত ভাষণ রাখেন বিশালগড় মহকুমা ক্রীড়া আধিকারিক বিপ্লব কুমার দেব । আলোচনা করেন ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা কাবেরী দেববর্মা । সভাপতিত্ব করেন হরিশনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিয়তী দাস ।

উৎসাহ উদ্দীপনায় চন্ডীপুর ব্লক ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত

কৈলাসহর, ১৭ জুলাই ।। শ্রীরামপুরস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ ভবনে চন্ডীপুর ব্লক ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব গতকাল অনুষ্ঠিত হয় । তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় এই উৎসবের উদ্বোধন করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ । উদ্বোধকের ভাষণে তিনি লোক সংস্কৃতি উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, সংস্কৃতির বিকাশ না হলে সভ্যতারও বিকাশ হয় না । অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মধুময় মালাকার ও ভাইস চেয়ারম্যান পুলিন পাল, বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক বিশ্বজিৎ দেব প্রমুখ । স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক। সভাপতিত্ব করেন শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের প্রধান বাসন্তী দাস। লোক সংস্কৃতি উৎসবে ১২৫ জন শিল্পী হালাম, সাঁওতাল, ঝুমুর, ধামাইল নৃত্য ও লোক-সংগীত পরিবেশন করেন ।

ফুলছড়ি বিদ্যালয়ে প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত

সাব্রুম, ১৭ জুলাই ।। সাব্রুম মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে গত ১৪ জুলাই সাতচাঁদ ব্লকের ফুলছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয় । বিধায়ক প্রভাত চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিবিরে মহকুমা শাসক বিপ্লব দাস সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এলাকাবাসীর সঙ্গে এলাকার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতবিনিময় সভা হয়। শিবিরে ২৫৯টি পি আর টি সি, ২৯৫টি এস টি, ২১টি ইনকাম এবং ৮টি বিবাহ নিবন্ধীকরণ সার্টিফিকেট দেওয়া হয় । স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ৭৮ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। এছাড়া, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে ১২৫টি পশু ও পাখির ঔষধ প্রাণী পালকদের দেওয়া হয়।

খোয়াই ঃ ১০০ স্কুলে যোগা মেট্রেস প্রদান

খোয়াই, ১৭ জুলাই ।। খোয়াই টাউন হলে সম্প্রতি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জেলার ৬টি ব্লক এলাকায় ১০০টি বিদ্যালয়ে ২০০টি যোগা মেট্রেস প্রদান করা হয় । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দত্ত । তিনি বলেন, সুস্থ শরীর ও মন গঠনের জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা করাও প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য । সভাপতিত্ব করেন জিলা পরিষদের সভাধিপতি সাইনী সরকার । স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া আধিকারিক দেবাশিস ভট্টাচার্য। খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শুক্লা সেনগুপ্ত, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণ শুক্লদাস প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

দামছড়া বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কর্মশালা সম্পন্ন

পানিসাগর, ১৭ জুলাই ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে দামছড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মশালার সমাপ্তি অনুষ্ঠান গত ১৪ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের বি আর সি হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৫১ জন ছাত্র-ছাত্রী সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটক পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা দেবাশিস নাথ, বিশিষ্ট সমাজসেবী সঞ্জীব রায়, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সহ শিক্ষক- শিক্ষিকাগণ উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচিত সুবিধা ভোগীদের সেলাই মেশিন ও বাদ্যযন্ত্র বিতরণ

উদয়পুর, ১৭ জুলাই ।। আগামী ১৯ জুলাই মাতাবাড়ী পঞ্চায়েত সমিতির মিলনায়তনে নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের মধ্যে সেলাই মেশিন ও বাদ্যযন্ত্র বিতরণ করা হবে । এর মধ্যে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের আর্থিক অনুদানে মাতাবাড়ী ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েতের ১৬টি নির্বাচিত দলকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বিতরণ করা হবে । এছাড়া, ৩০ জন সুবিধাভোগীকে সেলাই মেশিন ও ২০ জনকে লন্ড্রীর সামগ্রী দেওয়া হবে । সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয় থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে ।

আগামীকাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আই পি এফ টি প্রতিনিধিদের আলোচনা

আগরতলা, ১৭ জুলাই ।। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সঙ্গে আজ সকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রী কিরেণ রিজিজুর কথা হয় । কিরেণ রিজিজু জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিং কিরেণ রিজিজুকে আই পি এফ টি-এর প্রতিনিধি যাঁরা দিল্লীতে অবস্থান করছেন তাঁদের সাথে কথা বলার দায়িত্ব দিয়েছেন । কিরেণ রিজিজু ১৮ জুলাই বিকালে আই পি এফ টি দলের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় বসবেন বলে মুখ্যমন্ত্রীকে জানান।

আমবাসায় যুব বিষয়ক সচেতনতামূলক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত

আমবাসা, ১৭ জুলাই ।। আমবাসা পঞ্চায়েতরাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যুব বিষয়ক সচেতনতামূলক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় । যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আমবাসা পুর পরিষদ এবং ব্লক ভিত্তিক এই আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন বিধায়ক ললিত কুমার দেববর্মা । তিনি এ ধরণের আলোচনাচক্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন এবং যুব সমাজকে সমাজ ও দেশের কল্যাণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান ।

প্রধান অতিথির ভাষণে আমবাসা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তপতী ভট্টাচার্য বলেন, যুব সমাজ হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ । তাদের সুন্দর সমাজ ও দেশ গড়ার কাজে মুখ্য ভূমিকা নিতে হবে । এছাড়া, আলোচনায় অংশ নেন আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চন্দন ভৌমিক, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের আধিকারিক অর্ণব দেবরায়, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রণব দেবনাথ প্রমুখ । এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় কুইজ প্রতিযোগিতা । অনুষ্ঠান শেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয় । স্বাগত ভাষণ রাখেন ধলাই জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া কার্যালয়ের উপ অধিকর্তা পাইমং মগ ।

ভাতা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা সভা

খোয়াই, ১৭ জুলাই ।। জেলা সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা আধিকারিক কার্যালয়ের উদ্যোগে খোয়াই জিলা পরিষদের সভা কক্ষে গত ১৫ জুলাই এক সভা অনুষ্ঠিত হয় । জিলা পরিষদের সভাধিপতি সাইনী সরকারের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় সহকারী সভাধিপতি বিদ্যুৎ ভট্ট াচার্য, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণ শুক্লদাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । সভায় জেলা সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা আধিকারিক অরুণ দেববর্মা জানান, জেলায় ১৮২টি বিভিন্ন ভাতার আবেদনপত্র জমা পড়েছে । জিলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি আলোচনায় অংশ নিয়ে সঠিক ভাবে বিভিন্ন ভাতা প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নে গুরুত্বারোপ করেন । এ দিনের সভায় কল্যাণপুর, মুঙ্গিয়াকামী, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই ও পদ্মবিল ব্লকের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা আধিকারিক ও কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন ।

আমবাসায় স্বাস্থ্য শিবিরে বহু উপকৃত

আমবাসা, ১৭ জুলাই ।। আমবাসা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে গত জুন মাসে আমবাসা ব্লকের ৭টি পঞ্চায়েত ও ১৫টি এ ডি সি ভিলেজে ৩১টি স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয় । শিবিরে ৭২৪ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয় । এরমধ্যে ২০১ জনের রক্ত পরীক্ষা করে ১৭ জনের রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া যায় । পরবর্তী সময়ে তাদের চিকিৎসা করা হয় । সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আধিকারিক এ তথ্য জানিয়েছেন

কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা

বিশালগড়, ১৭ জুলাই ।। বিশালগড় ব্লকের গকুলনগরস্থিত রামকৃষ্ণ শিশু বিদ্যানিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ১৪ জুলাই আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১০ জন ছাত্রছাত্রীকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় । এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সাংসদ ঝর্ণা দাস বৈদ্য । তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে । এ ব্যাপারে তিনি শিক্ষক ও অভিভাবকদের দায়িত্ব নিয়ে ছেলেমেয়েদের সেভাবে গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান । অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান পরিতোষ ভৌমিক । স্বাগত ভাষণ রাখেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জওহর ভৌমিক । সভাপতিত্ব করেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দুলন সরকার (হাজারী) । অনুষ্ঠানে হরিশনগর ও গকুলনগর পঞ্চায়েতের প্রধান, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সদস্যগণ সহ বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন ।

কৈলাসহরে সবুজ চা প্রক্রিয়াকরণ কারখানার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত

কৈলাসহর, ১৭ জুলাই ।। কৈলাসহর থেকে প্রায় ১৪ কিঃমিঃ দূরে উপজাতি অধ্যুষিত পঞ্চমনগরে সম্প্রতি সবুজ চা প্রক্রিয়াকরণ কারখানার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী । প্রায় চার হাজার বর্গফুট এলাকা নিয়ে এই চা প্রক্রিয়াকরণ কারখানা গড়ে তোলা হচ্ছে । এতে ব্যয় হবে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ।

ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে পঞ্চমনগর কমিউনিটি হলে এক সভার আয়োজন করা হয় । সভায় আলোচনা করতে গিয়ে শিল্প মন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে গ্রীন টি-এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে । তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই কারখানাটির নির্মাণ কাজ যথাসময়ে শেষ হবে এবং গুণমান সমৃদ্ধ চা উৎপাদিত হবে । অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ । সভাপতিত্ব করেন মাইলং এ ডি সি ভিলেজের চেয়ারম্যান শকুন্তলা দেববর্মা । স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সুভাষ চন্দ্র দাস ।

ছোটখিল জোনে লোক সংস্কৃতি উৎসব ১৯ জুলাই

সাব্রুম, ১৭ জুলাই ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ১৯ জুলাই সাতচাঁদ ব্লকের ছোটখিল জোনের ১১টি পঞ্চায়েতে লোক সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হবে । এ উপলক্ষ্যে সম্প্রতি ব্রজেন্দ্রনগর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উপ কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীদাম সূত্রধর, ১১টি পঞ্চায়েতের প্রধান ও সচিবগণ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন ।

বিশালগড় ব্লকে পঞ্চায়েত ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব

বিশালগড়, ১৩ জুলাই ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বিশালগড় ব্লকের লক্ষ্মীবিল, নেহালচন্দ্রনগর এবং লেম্বুতলী পঞ্চায়েতে গতকাল পঞ্চায়েত ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । নেহালচন্দ্রনগর জনপ্রিয় কমিউনিটি হলে গতকাল বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় লেম্বুতলী গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব । এতে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান পবিতা সরকার, পঞ্চায়েত সদস্য লক্ষীনারায়ণ চৌধুরী, সদস্যা মঞ্জু সরকার এবং মঞ্জুশ্রী দাস । এই অনুষ্ঠানের পর উক্ত হলেই বিকেল ৫টায় অনুষ্ঠিত হয় নেহালচন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব। অনুরূপভাবে, লক্ষ্মীবিল পঞ্চায়েত কার্যালয়েও গতকাল অনুষ্ঠিত হয় সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব । ৩টি অনুষ্ঠানেই সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত এলাকার শিল্পীরা লোক সঙ্গীত ও লোকনৃত্য পরিবেশন করেন।

আই পি এফ টি-র জাতীয় সড়ক ও রেল অবরোধ ঃ মুখ্যমন্ত্রী কথা বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে

আগরতলা, ১৬ জুলাই ।। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার আই পি এফ টি-র অনির্দিষ্ট কালের জাতীয় সড়ক ও রেল অবরোধ নিয়ে আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর সাথে টেলিফোনে কথা বলেন । মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বলেন, আই পি এফ টি-র এক প্রতিনিধি দল দিল্লি গেছেন তাদের দাবী নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা করতে । মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য ও অবস্থান স্পষ্ট করার অনুরোধ জানান । মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে আরও বলেন- তিনি যেন আই পি এফ টি দলের প্রতিনিধিদের অবিলম্বে বর্তমানে চলা সড়ক ও রেলপথ অবরোধ তুলে নিতে আবেদন জানান । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিং মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে প্রতিশ্রুতি দেন তিনি বিষয়টি দেখবেন । আজ সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার তাঁর বাসভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান ।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ১০ জুলাই থেকে আই পি এফ টি দল ত্রিপুরাকে ভাগ করে নতুন রাজ্যের দাবী নিয়ে জাতীয় সড়ক ও রেলপথ অবরোধ শুরু করেছে । আজ এই অবরোধ সপ্তম দিনে পড়েছে । তিনি বলেন, অবরোধ কর্মসূচি শুরুর আগে আই পি এফ টি দল বিষয়টি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নজরে আনে । আমরা রাজ্য সরকারের বক্তব্য তাদের আগেই জানিয়েছি - রাজ্য সরকার আই পি এফ টি-র এই দাবী সমর্থন করে না । রাজ্যের মানুষও এই দাবী সমর্থন করেন না । তিনি বলেন, অনির্দিষ্ট কালের অবরোধ শুরুর আগেই রাজ্য সরকার এক বিবৃতিতে রাজ্যবাসী ও রাজ্যের স্বার্থে তাদের আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবার জন্য আবেদন জানিয়েছিল । এমনকি গত মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরও অর্থমন্ত্রী ভানুলাল সাহা পুনরায় রাজ্য সরকারের বক্তব্য জানান এবং অবরোধ তুলে নেবার জন্য আহ্বান জানান । সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতীয় সড়ক ও রেল আমাদের লাইফ লাইন। অবরোধের ফলে রাজ্যের মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে । মানুষ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন । মুখ্যমন্ত্রী জানান, আজ রাজ্যের মুখ্যসচিব সঞ্জীব রঞ্জন ও রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক এ কে শুক্লা ও উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ সকালে সচিবালয়ে আই পি এফ টি-র এক প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনায় বসেন । এই সভায় আই পি এফ টি দলের পক্ষে এন সি দেববর্মা, অনন্ত দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । সভায় রাজ্য সরকারের তরফে মুখ্য সচিব ও রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক রাজ্যবাসীর স্বার্থে তাদের আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবার জন্য আবেদন জানান । সভায় আই পি এফ টি দলের প্রতিনিধিরা জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনার জন্য তাদের দুজন প্রতিনিধি দিল্লিতে গেছেন । আগামীকাল দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সাথে আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে । এই আলোচনার পর তারা বিষয়টি পর্যালোচনা করবেন । মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের জনগণের পক্ষ থেকে রাজ্য ও রাজ্যবাসীর স্বার্থে এই অবরোধ তুলে নেবার জন্য আবারো আবেদন জানান ।

আই পি এফ টি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক ঃ অবিলম্বে রেল ও সড়ক অবরোধ তুলে নিতে রাজ্য সরকারের আহ্বান

আগরতলা, ১৬ জুলাই ।। আই পি এফ টি-র রেল এবং রাস্তা অবরোধ -এর ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য মুখ্য সচিব এবং পুলিশের মহানির্দেশক আজ সকাল ১১.৩০ টায় আগরতলার সচিবালয়ে আই পি এফ টি-র সভাপতি এন সি দেববর্মা এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক বৈঠক করেন । এ ডি জি পি, সেক্রেটারী (হোম), আই জি পি(আইন ও শৃঙ্খলা), পশ্চিম জেলার জেলা শাসক, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার এবং অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন । আই পি এফ টি-র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন - অনন্ত দেববর্মা, ব্রজলাল দেববর্মা, মঙ্গল দেববর্মা, শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, রতন দেববর্মা, সন্ধ্যারাণী, সিন্ধু কুমার জমাতিয়া এবং হেমন্ত কুমার দেববর্মা ।

এ বৈঠকে মুখ্য সচিব বলেন যে, অবিরাম রেল ও রাস্তা অবরোধের কারণে সাধারণ মানুষ তীব্র অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন । বৈঠকে ব্যাখ্যা করা হয় যে, বর্তমানে রেল ও সড়ক অবরোধ করে আই পি এফ টি যে ধরণের বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে তাতে সব্জি, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পরিবহণ ব্যাহত হচ্ছে । এটাও বলা হয় যে, ১০-০৭-২০১৭ থেকে আই পি এফ টি দ্বারা রেল সড়ক অবরোধের ফলে আগরতলা থেকে কোন ট্রেন দেশের অন্য কোথাও যেতে পারছে না । তাছাড়া, জিরানীয়া স্টেশনে প্রবেশ বন্ধ থাকাতে কোন মালবাহী ট্রেনও চলাচল করতে পারছে না । যার ফলে জনসাধারণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাই তিনি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আই পি এফ টি নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে রেল ও সড়ক অবরোধ তুলে নিতে অনুরোধ জানান ।

অন্যদিকে, এন সি দেববর্মা এবং মঙ্গল দেববর্মা বৈঠকে আই পি এফ টি-র দাবিগুলি পুনরায় তুলে ধরেন । এন সি দেববর্মা জানান যে, আই পি এফ টি-র প্রতিনিধিরা দিল্লী গেছেন তাঁদের দাবিগুলি ভারত সরকারের কাছে তুলে ধরতে এবং তিনি আশা করেন তাঁরা ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে এব্যাপারে আলোচনা করবেন, তারপরই তাঁরা রেল ও সড়ক অবরোধের ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা করবেন । বৈঠকে আলোচনা শেষে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আই পি এফ টি নেতাদের আবার তাঁদের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করতে এবং রেল ও সড়ক অবরোধ তুলে নিতে আবেদন জানানো হয়, যেহেতু এতে সাধারণ মানুষের খুব অসুবিধা হচ্ছে ।

আমবাসা ব্লকে ৪৪টি প্রবহমান শিক্ষা কেন্দ্র

আমবাসা, ১৩ জুলাই ।। প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে চলতি মাসে আমবাসা ব্লক এলাকায় ৪৪টি শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হবে । আগামী ২০ জুলাই কমলাছড়া ভিলেজের ধনছড়া পঠন পাঠন কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে । এই উপলক্ষে গতকাল আমবাসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাগৃহে আয়োজিত এক সভায় এই কর্মসূচী এবং পঠন পাঠন কেন্দ্র খোলার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় । বিধায়ক ললিত কুমার দেববর্মা, বি ডি ও চন্দ্রকৃষ্ণ মলসুম, ধলাই লোকশিক্ষা সমিতির জেলা প্রজেক্ট কো অর্ডিনেটর শ্রীস চন্দ্র দেবনাথ, ব্লক কো-অর্ডিনেটর, পঞ্চায়েত প্রধান, ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যানগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন । সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ২০ জুলাই সকাল ১০টায় ধনছড়া কমিউনিটি হলে ধনছড়া পঠন-পাঠন কেন্দ্রের উদ্বোধন হবে । অন্যান্য পঠন-পাঠন কেন্দ্রগুলিও ২০ জুলাই এর মধ্যে খোলার লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে। তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণী মানের পড়ুয়াগণ এই কেন্দ্রগুলিতে পঠন-পাঠনে যোগ দেবেন। ব্লক এলাকার ৫০০ জন পড়ুয়ার নাম নথীভুক্ত হয়েছে । সভায় সিদ্ধান্ত হয়, জুলাই মাসের মধ্যে ৭টি পঞ্চায়েত, ১৫টি এ ডি সি ভিলেজ এবং ব্লক ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসবের আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠানগুলিকে সফল করে তুলতে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় । সভায় সভাপতিত্ব করেন আমবাসা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তপতী ভট্টাচার্য।

রামঠাকুর মহাবিদ্যালয়ের গৌরবময় সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যে শান্তির আবহকে বিষাক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে
এর বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে

আগরতলা, ১৫ জুলাই ।। দেশের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক অস্থিরতা চলছে। নাগরিক জীবনে নেমে এসেছে আঘাত। ধর্মের নামে - সম্প্রদায়ের নামে - জাতের নামে বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এসবের বিরুদ্ধে কিছু বললেই চরম অসহিষ্ণুতার প্রকাশ ঘটছে। হরণ করা হচ্ছে সাংবিধানিক অধিকার। এ সবের বিরুদ্ধে আমাদের ছাত্র সমাজকেই অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। আজ আগরতলার রামঠাকুর মহাবিদ্যালয়ের গৌরবময় সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার একথা বলেন। তিনদিন ব্যাপী এই উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী মহাবিদ্যালয়ে আয়োজিত রক্তদান শিবিরেরও উদ্বোধন করেন এবং মহাবিদ্যালয় চত্বরে সুবর্ণ জয়ন্তী বৃক্ষ রোপণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, দেশের মধ্যে ত্রিপুরা একটা ছোট্ট রাজ্য কিন্তু সুন্দর। ত্রিপুরা তার সৌন্দর্য ও বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য নিয়ে দেশের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশের একটা পরিমন্ডল রয়েছে। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু রাজ্যের শান্তির আবহকে বিষাক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। ছাত্র সমাজকে নিতে হবে অগ্রণী ভূমিকা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের শাশ্বত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বেদী মূলেও আজ আঘাত নেমে এসেছে। স্বৈরাচার এমন ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে যে রেহাই পাচ্ছেন না আমাদের দেশের গর্ব নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেনও। মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে সজাগ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ত্রিপুরা দেশের মধ্যে একটা ব্যতিক্রমী রাজ্য। রাজ্যের কোন অভিভাবক বলতে পারবেন না স্কুল নেই-কলেজ নেই বলে তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজে ভর্তি করাতে পারেননি। রাজ্যে শিক্ষার যে পরিকাঠামো বামফ্রন্ট সরকার তৈরী করেছে তার সদ্ব্যবহার করার জন্য তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বিশেষ ভাবে আহ্বান জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী আজকের ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্যে বলেন, শুধু পাশের জন্য পাশ করা নয়। রাজ্যে শিক্ষার যে সুবর্ণ সুযোগ তৈরী হয়েছে তাকে কাজে লাগিয়ে বড় মানুষ হতে হবে। দেশপ্রেমিক হতে হবে। ভালো মানুষ হতে হবে। তারা যেন স্বচ্ছ ও নির্লোভ মানুষ হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধু কারিগরি শিক্ষাই নয়, আই এ এস, আই পি এস ও আই এফ এস হয়ে ওঠার জন্যও যেন ছাত্র সমাজ সচেষ্ট হয়। কারণ দেশ পরিচালনায় এরাই নীতি নির্ধারণের ভূমিকা নেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ থেকে ৫০ বছর আগে রামঠাকুর মহাবিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছিল। সেই ১৯৬৭ সালে। সেই সময়ে একটি বেসরকারি কলেজ চালু করা সহজ বিষয় ছিল না। দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয় না থাকলে এটা সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী এই মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষাব্রতী প্রমোদ রঞ্জন ভট্ট ও তার সহযোগীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, সেই সময়ে এই বেসরকারি কলেজের খুব প্রয়োজনীয়তা ছিল। শুধু এই রামঠাকুর মহাবিদ্যালয়ই নয়, তিনি ও তাঁর সহযোগীরা সেই সময় ছেলে ও মেয়েদের জন্য দুটি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যা এখনও সগৌরবে চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ রাজ্যে উচ্চ শিক্ষার যে প্রসার হয়েছে, অগ্রগতি ঘটে চলেছে তার বিচারে হয়তো একটা কলেজ বা স্কুল স্থাপন এমন কিছু ঘটনা নয়। কিন্তু সেই সময়ের বিচারে তা ছিল এক অসাধারণ ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সেই সময়ে রাজ্যে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বলতে ছিল আগরতলার এম বি বি কলেজ ও মহিলা মহাবিদ্যালয়। এই দুটি সরকারি কলেজ। আর কৈলাসহরে বেসরকারি উদ্যোগে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় এবং বিলোনীয়ায় একটি বেসরকারি কলেজ। সব মিলিয়ে এই ছিল উচ্চ শিক্ষার পরিকাঠামো। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সে সময় রাজ্যে ছাত্র আন্দোলন খুব একটা শক্তিশালী ছিলনা। উদয়পুরে একটা সান্ধ্য কলেজ স্থাপনের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল বেসরকারি উদ্যোগে। শিক্ষার প্রতিকূলতা থাকলেও এ রাজ্যের মানুষের শিক্ষার প্রতি একটা দুর্নিবার আগ্রহ সে সময় লক্ষ্য করা গেছে। এম বি বি কলেজ সে সময় ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে ওঠে। শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন আনতে উদ্যোগ নেয় ছাত্র ফেডারেশন। ছাত্র ফেডারেশন সেই সময়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহের কাছে ৪৫ দফা দাবী সনদ পেশ করে। দাবী ছিল উদয়পুর, খোয়াই ও ধর্মনগরে কলেজ স্থাপন। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও আইন কলেজ স্থাপন, পলিটেকনিকের পর বি ই পড়ার সুযোগ। কিন্তু এসব কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। শুধু আগরতলায় বি বি ইভিনিং কলেজ চালু করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েই শিক্ষার প্রসারে যুগান্তকারী কিছু সিদ্ধান্ত নেয়। বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়। ছাত্রীদের জন্যে কলেজ স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক করা হয়। ধর্মনগর, খোয়াই ও উদয়পুরে ডিগ্রী কলেজ করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সেই সময়ে রাজ্যে মহকুমা ছিল ১০টি, ৩টি জেলা ছিল। এখন রাজ্যে ২৩টি মহকুমা, ৮টি জেলা। ৫৮টি ব্লক। যে তিনটি মহকুমা নতুন হয়েছে করবুক, জম্পুইজলা ও পানিসাগর বাদ দিলে ২০টি মহকুমাতেই ডিগ্রী কলেজ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ শিক্ষার প্রসার ও পরিকাঠামোয় আমরা কোথায় এসেছি। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, রাজ্যে একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ও করা হয়েছে। দুঞ্চটি মেডিকেল কলেজ, জাতীয় মানের এন আই টি, টি আই টি, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা মহাবিদ্যালয়, সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, সংস্কৃত কলেজ, আইন কলেজ, কৃষি, মৎস্য ও ভেটেরেনারি কলেজ হয়েছে। তিনি বলেন, উচ্চ শিক্ষার প্রায় সমস্ত সুযোগ এখন রাজ্যে বিদ্যমান। কলেজ স্তর পর্যন্ত পড়তে আমাদের রাজ্যে বেতন দিতে হয়না। ৮০ থেকে ৯০ ভাগ ছাত্রছাত্রী কোন না কোন স্টাইপেন্ড পাচ্ছে। ১৭টি মহকুমায় আই টি আই চালু করা হয়েছে। ৫টি পলিটেকনিক কলেজ হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রামঠাকুর মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী রাজ্যের একটা গৌরবময় অধ্যায়। শুধু অনুষ্ঠানের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেই সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান উৎসব পালন করলে চলবেনা। এই অনুষ্ঠান হোক ইতিহাসের সালতামামি। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন। মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রমোদ রঞ্জন ভট্টের নিকটাত্মীয়া শ্রীমতি শোভা ভট্ট, মহাবিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যক্ষ ড. রবীন্দ্রনাথ দাশশাস্ত্রী ও মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তণ ছাত্রী রাজ্যসভার সাংসদ শ্রীমতি ঝর্ণা দাস বৈদ্যকে। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার তাদের হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন। মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এলামনি এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে পাঁচ হাজার টাকা দান করা হয়। এলামনি এসোসিয়েশনের সভাপতি সুকুমার দেবনাথ ও সম্পাদক নবারুণ দেব মুখ্যমন্ত্রীর হাতে এই অর্থ তুলে দেন।

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে মহাবিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যক্ষ ড. রবীন্দ্রনাথ দাশশাস্ত্রী তাঁর বক্তব্যে অতীতের স্মৃতিচারণা করেন। বক্তব্য রাখেন রাজ্যসভার সাংসদ ঝর্ণা দাস বৈদ্য। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ড. মুজাহিদ রহমান। সভাপতিত্ব করেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. দেবব্রত গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রাজকুমার চৌধুরী, বিধায়ক রামু দাস, উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ড. বিপ্রদাস পালিত প্রমুখ।